আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর মামলায় স্বামী আটক

স্ত্রীর দায়েরকৃত যৌতুক ও নারী নির্যাতন মামলায় স্বামী হাসানকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টার দিকে ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া গ্রামের আজিজুল হোসেনের ছেলে হাসান (২৬) এর সাথে সদর থানাধীন সরোজগঞ্জের ভুল্টিয়া নবীনগর গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের মেয়ে দীপ্তি খাতুনের সাথে গত ২ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।
তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। বৈবাহিক সূত্রে, দীপ্তির পিতা তার জামাইকে ১ টি ডিসকভারি মোটরসাইকেল যৌতুক হিসেবে দেয়। মোটরসাইকেল দেওয়ার কয়েক মাস পরেই দীপ্তিকে তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে হাসান।
দীপ্তি তার পিতার বাড়ি থেকে টাকা আনতে নারাজ হওয়ায় তাকে মারপিট করে। মেয়ের সুখের আশায় দীপ্তির পিতা আবারো ৫০ হাজার টাকা দেয়। টাকা দেওয়ার ৬ মাস পার হতে না হতেই আবারো টাকার নেশা ওঠে হাসানের। শ্বশুরের ২ বিঘা জমি বিক্রয় করে ৫ লক্ষ টাকা আনতে বলে স্ত্রী দীপ্তিকে।
দীপ্তি আবারো তার বাবার নিকট থেকে জমি বিক্রয় করে টাকা আনতে পারবে না বলে জানায়। হাসান তার স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে রুটি বানানো বেলুন দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে।
এ ঘটনায় দীপ্তি গুরুত্বর আহত হওয়ার সংবাদে তার পিতা জাহাঙ্গীর উপস্থিত হয়ে দীপ্তিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় দীপ্তি বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার সাবেক ভাইস

চেয়ারম্যান কাজী অরুনের স্ত্রীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যার কাজী খালেদুর রহমান অরুনের স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন
(৪৭) ইন্তেকাল করেছেন।
তিনি গতকাল বুধবার ভোর রাতে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন শোক প্রকাশ করেছেন।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কাজী খালেদুর রহমান অরুনের স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন গত মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থাবস্থায় তাকে প্রথমে আলমডাঙ্গার একটি ক্লিনিকে পরে রাজশাহী নিয়ে যাবার পথে মারা যান। তার মৃত্যুর সংবাদে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গায় কাজী অরুনের বাসভবনে যান।
এমপি ছেলুন জোয়ার্দদ্দার এ মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া শোক প্রকাশ করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম আজম, জেলা সদস্য শাহ আলম, পৌর আওয়ামী আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, পৌর যুগ্ম-সম্পাদব সাইফুর রহমান পিন্টু, ২ নং ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মজিবুল ইসলাম, আব্দুল বারি মল্লিক, সৈকত খান, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, হাসান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লেগে ট্রাক্টর ড্রাইভার নিহত হয়েছে। ঘটনাটি গতকাল বুধবার ভোর রাতে মুন্সিগঞ্জ পশু হাট এলাকায় ঘটেছে। নিহত ট্রাক্টর ড্রাইভার রাশিদুল দামুড়হুদা থানার উজিরপুর গ্রামের মৃত মাদার আলির ছেলে। জানাগেছে, দামুড়হুদা থানার মৃত মাদার আলির ছেলে রাশিদুল দীর্ঘদিন ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে ইট ভাটায় পরিবহনের কাজ করে। বর্তমানে অবৈধ ভাবে মাটি কেটে পুকুর খনন ও প্রধান সড়ক দিয়ে মাটি পরিবহনের কারণে তৎপর প্রশাসন। এ কারণেই রাত জুড়ে মাটি পরিবহন করে। আলমডাঙ্গা উপজেলার বলেশ্বরপুর গ্রামের সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনের পুকুর থেকে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে মুন্সিগঞ্জের একটি ইটভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন রাশিদুল। রাশিদুল মাটি বোঝাই করে ইট ভাটায় যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার কারণে ট্রাক্টরটি উল্টে গেলে রাশিদুল চাপা পড়ে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। ট্রাক্টরে নিচ থেকে রাশিদুলের মৃত দেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ।
এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমঙ্গীর কবির বলেন, ভোর রাতে আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনের পুকুর থেকে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে মুন্সিগঞ্জের একটি ইট ভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন রাশিদুল। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রাশিদুল নামে একজন মারা গেছে।

আলমডাঙ্গায় নতুন ইউএনও পুলক

কুমার মন্ডলের যোগদান

আলমডাঙ্গার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল যোগদান করেছেন। গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সাথে আলোচনা শেষে আলমডাঙ্গায় এসে নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেন।
এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আতিয়ার রহমান মুকুল, যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য তানভীর আহম্মদ সোহেল, গোলাম সরোয়ার সদু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।
এর আগে উপজেলা কমপ্লেক্সে পৌঁছালে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান।
জানা যায়, যশোর জেলার শারসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সাড়ে ৩ বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি চুয়াডাঙ্গায় সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এ সময় তিনি সাংবাদিক দের কাছে সহযোগীতা কামনা করেন। তিনি বলেন আলমডাঙ্গা উপজেলকে একটি সুন্দর উপজেলা হিসেবে গড়তে চাই। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিসহ সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের সহায়তা কামনা করেন।

আলমডাঙ্গার মা নার্সিং হোমে বাচ্চার মৃত্যু: ক্লিনিক ভাংচুর

আলমডাঙ্গায় মা নার্সিং হোমে সিজারের ৩দিন পর এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গলাই দুধ আটকিয়ে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের অবহলেয়া শিশুর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগে

ক্লিনিক ভাংচুর করেছে উত্তেজিত জনতা। পুলিশের উপস্থিতিতে পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর রেলগেট এলাকার ওল্টুর স্ত্রী মনিরা খাতুন (২৭) এর প্রসব বেদনা শুরু হলে গত বৃহস্পতিবার ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পশুহাট এলাকার মা নার্সিং হোমে তাকে ওইদিন রাতে ভর্তি করা হয়। গত শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে ডাঃ লিফা নারসিস চৈতালি ও ডাঃ আব্দুস সালাম গর্ভবতী মনিরা খাতুনের সিজারিয়ানের মাধ্যমে শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ করান। গতকাল মঙ্গলবার শিশু ও তার মা মনিরা খাতুনকে সকালে বাড়ি যাবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার কথা ছিলো। গত সোমবার দুপুর থেকেই শিশুর হঠাৎ শরীর খারাপ হতে থাকে। শিশুর পরিবারের লোকজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাবিবুর রহমান হাবিবকে দিয়ে চিকিৎসা করেন।
এছাড়াও, ক্লিনিকে দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা শিশুকে চিকিৎসা প্রদানের এক পর্যায়ে গতকাল সন্ধ্যায় শিশুটি মারা যায়। ক্লিনিক কর্তপক্ষের অবহেলায় শিশুর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ তুলে এলাকার লোকজন ভাংচুর শুরু করলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। আলমডাঙ্গা থানার এসআই আমিনুল, এসআই সিদ্ধার্থ মন্ডল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন।
এ ঘটনায় ক্লিনিক মালিক জালাল হোসেন জানান, শিশুর পরিবারের লোকজনের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি সন্ধ্যার আগেও শিশুর অবস্থা উন্নতি দেখে এসেছে। শিশুর মায়ের দুধ শ্বাস নালিতে আটকিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা ধারনা করছি। আমাদের চিকিৎসায় কারণে শিশুর মৃত্যু হয়নি।
এ ঘটনায় শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাবিবুর রহমান হাবিব জানান, গত পরশু শিশুকে আমি চিকিৎসা দিয়েছি। তার তেমন কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর যে বিষয়টি এটি শিশুর পরিবারের ভুলের কারণেই মারা গেছে। তারা পরিমাণ মত খাবার বাচ্চাকে দেয়নি এবং গতকাল বাচ্চাকে যখন অতিরিক্ত দুধ খাওয়ায় তখন দুর্ঘটনাবশত শ্বাস নালিতে প্রবেশ করে বাচ্চাটি মারা যায়।

আলমডাঙ্গায় সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছিতে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সোনার বিরুদ্ধে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে বেলগাছি মালিতাপাড়ার ইদগাহ প্রাঙ্গণের রাস্তার পাশ থেকে এ গাছ কাটে বলে এলাকাবাসী জানায়। গাছগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের মালিথা পাড়ার সোনা । বর্তমানে বেলগাছি-খাসকররা রাস্তা ভাঙাচুরার কারণে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি জনগুরুত্বপূর্ণ হলেও এ রাস্তা দিয়ে ভাঙাচুরার কারণে সাধারণ জনগণ কম যাতায়াত করে।
এ সুযোগে বেলগাছি গ্রামের সোনা সুযোগ বুঝে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কর্তন করে। গাছগুলো গোপনে কেটে বিক্রয়ের চেষ্টা চালালেও এলাকাবাসীর তোপের মুখে রেখে দেয়।
এ ঘটনা নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হলে সোনা কর্তনকৃত গাছ মসজিদে দান করে দিয়েছে বলে এলাকাসূত্রে জানা যায়।

আলমডাঙ্গায় বিষ পানের ১২ দিন পর এক নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় পারিবারিক কোলাহলের কারণে বিষ পানের ১২ দিন পর এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। মৃত নারী বেতবাড়িয়া গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৩২)।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর রবিউল ইসলামের স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৩২) এর সাথে পারিবারিক গোলোযোগে সৃষ্টি হয়।
এরই সূত্র ধরে ফরিদা খাতুন স্বামীর উপর অভিমান করে বাবার বাড়ি জেহালার গোবিন্দপুর গ্রামে চলে আসে।
গত ১৬ ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ২ টার দিকে ফরিদার বাবা আকবার আলির

বাড়িতে থাকা ঘাষ মারা বিষ পান করে। পরিবারের লোকজন বিষয়টা জানতে পেরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
গত ৫ দিন চিকিৎসা শেষে বাড়িতে অবস্থান করে। চিকিৎসার উন্নতি না হওয়ায় বিষক্রিয়া হয়ে গতকাল শনিবার ফরিদা মারা যায়।
এ ঘটনায় ফরিদার স্বামী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।

আলমডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ঢুকলো ঘরে, আহত-২

ভাঙা রাস্তার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজেদা খাতুনের ঘরে ঢুকলো যাত্রী বাস। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কুমারি গ্রামের ফারাজি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসে থাকা ২ জন যাত্রী আহত হয়েছে বলে জানা যায়।
সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে যাত্রী নিয়ে লোকাল বাস আসছিলো।
এ রাস্তাটি গুরুত্বর হলেও রাস্তার বেহাল দশা হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেক ছোট বড় গাড়ি।
গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমারি ইউনিয়নের ফারাজি পাড়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাস পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজেদা খাতুনের টিনের ঘরে ঢুকে যায়।
এ সময় হানিফ ও মিন্টু নামের দুই বাস যাত্রী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান উল্টে নিহত ১, আহত-২

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ভূমি অফিসের সামনে পাখিভ্যান (ভটভটি) উল্টে শিপন আলী (৩৫) নামে একজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় চালক একরামুল কবীর (২৬) ও অপর যাত্রী রিপন আলী
(২০) আহত হয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার সকাল নয়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিপন ও আহত রিপন পার্শ্ববর্তী পাইকপাড়া গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে এবং চালক একরামুল একই গ্রামের কালু মণ্ডলের ছেলে।
আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, পারিবারিক প্রয়োজনে শিপন ও রিপন সদর উপজেলার সরোজগঞ্জ হাটে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে খাসকররা ভূমি অফিসের সামনে পাখিভ্যানটি উল্টে চালকসহ তিনজন আহত হন। আহতদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহবুব-এ খোদা শিপনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আলতাব হোসেনের মৃত্য

আলমডাঙ্গা বাজারের বিশিষ্ট কাপড় ও সুতা ব্যবসায়ী হাজী আলতাব হোসেন বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যবরণ করেছেন। গতকাল ভোর সাড়ে ৬টার দিকে নিজ বাস ভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (৭৮)। (ইন্না লিল্লাহি —– রাজিউন)। হাজী আলতাব হোসেন মিয়ার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় বিছানাগত ছিলেন। গতকাল বাদ আসর আলমডাঙ্গা দারুস সালাম কবরস্থানের মাঠে জানাজা অনুষ্টিত হয়। জানা যায় অংশ গ্রহণ করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন, সাবেক পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, সাবেক

পৌর মেয়র আলহাজ্ব মীর মহিউদ্দিন, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রহমান সিঞ্জুল, আলহাজ্ব আব্দুল হাই, আলহাজ্ব রইছ উদ্দিন, আলহাজ্ব শফিউদ্দিন, জেলা পরিষদ সদস্য আবু মুসা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুর মোহাম্মদ জকু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন,বাবলু মিয়া,সরকারি কলেজের প্রভাষক জামাল উদ্দিন, সাবেক ওসি মতিয়ার রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, যুবলীগ নেতা আহসান উল্লাহ, শেখ আমানুল্লাহ, কাউন্সিলর কাজী আলী আসগর সাচ্চু, এ্যাডঃ মুকুল, এ্যাডঃ আব্দুর রউফ, আলহাজ্ব আলাউদ্দিন মিয়া, জাইদুল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক হামিদুল আজম, আলহাজ্ব ফকির মোহাম্মদ, শেখ আব্দুল জব্বার, সাবেক ব্যাংকার আলহাজ্ব মহিউদ্দিন প্রমুখ।
জানাযা পড়ান মওঃ আব্দুল কাদের। জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হয়। মৃত্য কালে স্ত্রী, ৫ছেলে, ২মেয়ে,আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।